বিষয়বস্তুঃ মক্কা বিজয়ের ইতিহাস

রবীউল আউয়ালের তৃতীয় জুমুআর বয়ান

(১৬ রবীউল আউয়াল ১৪৪৬ হিজরী, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৪)
প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু'মানিয়া, মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ।
বয়ানটির সর্বস্বত্ব জামিয়া নু'মানিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত। ক্রমিক নং ১৫৩

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ أَمَّا بَعْدُ: فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ۞ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللهِ اَفْوَاجًا ۞ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ؕ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۞ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ

মুহতারম ঈমানদার ভায়েরা ! আজ রবীউল আউয়াল মাসের ১৬ তারিখ, তৃতীয় জুমুআ। এটা সেই মুবারক মাস, যে মাসের ১২ তারিখে বিশ্বনবী, শান্তির দূত হযরত মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আবার এই একই তারিখে ৬৩ বছর বয়সে তিনি ওফাত পেয়েছিলেন। আজ আমরা নবীজির বিশাল ও বিস্তারিত জীবনীর মধ্য থেকে শুধুমাত্র তাঁর মক্কা বিজয় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

আমরা জানি, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বয়স যখন ৪০ বছর হয়েছিল, তখন তাঁর উপর সর্বপ্রথম ওহী নাযিল হয়েছিল। তারপর ১৩ বছর পর্যন্ত তিনি মক্কায় অবস্থান করে লোকদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন। সেখানে অল্প সংখ্যক মানুষ তাঁর আহ্বানে সাঁড়া দিয়ে ইসলাম কবুল করেছিলেন। যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, মক্কার কাফিররা তাঁদের উপর নির্মমভাবে অত্যাচার করেছিল। যা আমরা অনেকেই শুনেছি। তখন প্রথম দিকে কোন কোন সাহাবী রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুমতি নিয়ে হিজরত করে হাবশায় চলে গিয়েছিলেন। কেননা, তখন হাবশা ছিল মু'মিনদের নিরাপদ স্থল। পরবর্তীতে কিছু সাহাবা মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় গিয়েছিলেন।

মক্কার কাফিরদের অকথ্য অত্যাচার সহ্য করে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় দীর্ঘ ১৩ বছর পর্যন্ত ছিলেন। তারপর আল্লাহ রব্বুল আলামীনের নির্দেশে নিজের একনিষ্ঠ বন্ধু হযরত আবূ বকর রযিয়াল্লাহু আনহুকে সঙ্গে নিয়ে মদীনায় হিজরত করেছিলেন। তিনি মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় পৌঁছেছিলেন ১২ই রবিউল আউয়ালে।

মদীনায় হিজরতের পরও মক্কার কাফিরদের শত্রুতা বিন্দুমাত্র কমেনি। তারা মক্কায় থেকে ইসলামের বিরুদ্ধে নানা রকম চক্রান্ত করতে থাকে। এমনকি মদীনার উপকণ্ঠে এসে নবীজির সাথে তারা একাধিকবার যুদ্ধ পর্যন্ত করেছিল। নবীজির হিজরত করে মদীনায় যাওয়ার পর ৫ বছর পর্যন্ত তারা বহুবার নবীজির সাথে যুদ্ধ করেছিল। যেমন বদর, উহুদ ও খন্দক প্রভৃতি যুদ্ধ।

মক্কা বিজয়ের ঘটনাঃ

ষষ্ঠ হিজরীর কথা। একদিন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বপ্ন দেখেছিলেন যে, তিনি সাহাবাদেরকে সঙ্গে নিয়ে হজ্জ করছেন। আর যেন কা'বা ঘরের চাবি তাঁর হাতে রয়েছে। নবীজি সাহাবাদের কাছে নিজের স্বপ্নের এ কথা বললেন।

নবীজির এ স্বপ্নের কথা শুনে প্রায় ১৫শ' সাহাবা মক্কায় পৌঁছে কা'বা যিয়ারত করা ও উমরা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। তখন নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদেরকে সঙ্গে নিয়ে উমরার উদ্দেশ্যে মক্কার পথে রওনা হয়েছিলেন। এদিকে মক্কার কুরাইশরা নবীজির মক্কা সফরের সংবাদ শুনে

তাঁকে বাঁধা দেওয়ার জন্য মক্কার পার্শ্ববর্তী এলাকার বিভিন্ন গোত্রের লোকদেরকে নবীজির বিরুদ্ধে একত্রিত করেছিল।

নবীজি মদীনা থেকে রওনা হয়ে যখন মক্কার মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে 'হুদাইবিয়া' নামক জায়গায় পৌঁছে ছিলেন, তখন কুরাইশরা নবীজিকে মক্কায় যেতে বাঁধা দিয়েছিল। শেষমেশ কুরাইশদের সাথে দীর্ঘ আলোচনার পর উভয় পক্ষের মাঝে একটি চুক্তি হয়েছিল। ৬টি শর্ত সাপেক্ষে ১০ বছর পর্যন্ত কুরাইশ ও মুসলিমদের মাঝে যুদ্ধ হবে না বলে চুক্তি হয়েছিল। এটাই "হুদাইবিয়ার সন্ধি" নামে বিখ্যাত।

প্রায় দু'বছর পর্যন্ত কুরাইশরা শর্ত পালন করেছিল। তারপর তারা একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে শর্ত ভঙ্গ করে ঘোষণা দিয়েছিল, আগামীতে মুসলিমদের সাথে আমাদের কোন চুক্তি রইল না। এটা ৮ হিজরীর কথা। এখান থেকে মক্কা বিজয়ের সূত্রপাত হয়েছিল।

মক্কা জয় হওয়ার পূর্বেই আল্লাহ তায়ালা মক্কা বিজয়ের সুসংবাদ দিয়ে কুরআন মজীদের ১১০ নম্বর সূরা নাযিল করেছিলেন। সূরার নাম, সূরা নস্‌র। আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۞ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ۞ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ۞

তরজমাঃ যখন আল্লাহর সাহায্য ও (মক্কা) বিজয় হবে এবং আপনি দেখবেন, দলে দলে লোকেরা (ঈমান গ্রহণ করে) আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করছে, তখন আপনি নিজের রবের প্রশংসার সাথে পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন; নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল। এটা হল সূরার তরজমা।

৮ হিজরীতে মক্কার কুরাইশরা এক তরফাভাবে ও হটকারিতার সাথে হুদাইবিয়ার চুক্তি ভঙ্গ করলে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয়ের প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। ৮ হিজরীর ১০ই রমাযান নবীজি ১০ হাজার সাহাবায়ে কেরামের এক বিরাট বাহিনী নিয়ে আসরের নামাযের পর মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন।

পথিমধ্যে নবীজি যখন ‘জুহফা’ নামক জায়গায় ছিলেন তখন দেখলেন চাচা আব্বাস স্বপরিবারে মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় আসছেন। মনে রাখবেন, হযরত আব্বাস (রযি) হলেন সেই সাহাবী, যিনি মক্কা থেকে সবার শেষে মদীনায়

হিজরত করেছিলেন। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আব্বাস (রযি)-কে সম্বোধন করে বলেছিলেনঃ চাচাজান ! আপনার হিজরত সর্বশেষ হিজরত। যেমন আমার নবুওয়াত সর্বশেষ নবুওয়াত। অতঃপর নবীজি চাচাকে সাথে নিয়ে মক্কার দিকে রওনা হয়েছিলেন।

মক্কা বিজয়ের অভিযানে মুহাজির সাহাবাদের পতাকা ছিল হযরত যুবাইর রযিয়াল্লাহু আনহুর হাতে। আর আনসার সাহাবাদের পতাকা হযরত সা'দ ইবনে উবাদা রযিয়াল্লাহু আনহুর হাতে ছিল। নবীজির মক্কায় প্রবেশের পূর্বেই হযরত আবূ সুফয়ান (রযি) ঈমান গ্রহণ করেছিলেন। তখন তিনি ছিলেন নব মুসলিম। হযরত সা'দ (রযি) সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার সময় আবূ সুফয়ানকে দেখতে পেয়ে আনন্দে আপ্লুত হয়ে বলে ফেলেছিলেনঃ اَلْيَوْمَ يَوْمُ الْمَلْحَمَةِ، اَلْيَوْمَ تُسْتَحَلُّ الْكَعْبَةُ "আজ মহাযুদ্ধের দিন; আজ কা'বায় যুদ্ধ করা হালাল ! "

আবূ সুফয়ান হযরত আব্বাসকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, এরা কারা ? হযরত আব্বাস (রযি) বলেছিলেনঃ এরা হচ্ছেন মুহাজির ও আনসাদের বাহিনী। অতঃপর আবূ সুফয়ান নবীজির কাছে সা'দের তকবীর-ধ্বনি উল্লেখ করে

বলেছিলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ ! আপনি কি সা'দকে নিজ গোত্রের লোকদের হত্যা করতে আদেশ দিয়েছেন ? তখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেনঃ সা'দ মিথ্যা বলেছে। আজ কা'বার প্রতি সম্মান প্রদর্শেন দিন। তারপর তিনি আবূ সুফয়ানকে বলেছিলেনঃ

يَاأَبَا سُفْيَانَ اَلْيَوْمَ يَوْمُ الْمَرْحَمَةِ يُعِزُّ اللهُ فِيْهِ قُرَيْشًا

"হে আবূ সুফয়ান ! আজ দয়া-মায়ার দিন। আজ আল্লাহ তায়ালা কুরাইশদেরকে সম্মান দেবেন।" সহীহ বুখারীর ৪০৩০ নম্বর হাদীসে এ কথা বর্ণিত আছে।

নবীজির মক্কায় প্রবেশঃ

৮ হিজরীর ২০ রমাযানে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কার 'কাদা' নামক পথ দিয়ে মক্কা শরীফে প্রবেশ করেছিলেন। তিনি রাজা-বাদশাদের মত গর্ব ও অহংকারের সাথে মক্কায় প্রবেশ করেন নি। বরং কা'বা শরীফের আদব-সম্মানের প্রতি পরিপূর্ণ খেয়াল রেখে আল্লাহ তায়ালার মহান দরবারে শুকরিয়া আদায় করে বিনয়ের সাথে মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন। সাহাবী আবূ সাঈদ খুদরী (রযি) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

মক্কা বিজয়ের দিন বলেছিলেনঃ এমন এক সময় ছিল, যখন আমি মক্কা শহর থেকে একেবারে নিঃস্ব অবস্থায় হিজরত করেছিলাম। শত্রুদের চোখ ফাঁকি দিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলাম। আর এখন এমন সময় এসেছে যে, আল্লাহ তায়ালার অশেষ দয়া ও মেহেরবানিতে এখানে অত্যন্ত সম্মান ও মান-মর্যাদার সাথে প্রবেশ করছি !

সম্মানিত উপস্থিতি ! রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় প্রবেশ করে সাহাবাদেরকে আদেশ দিয়ে বলেছিলেনঃ তাঁরা যেন যুদ্ধ শুরু না করেন। অবশ্য যারা সাহাবাদের সাথে মুকাবিলা করবে, কেবল তাদের মুকাবিলা করতে বলেছিলেন।

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত খালিদ ইবনুল ওয়ালীদকে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কার নীচু রাস্তা দিয়ে প্রবেশ করতে বলেছিলেন। তাঁর সাথে প্রায় এক হাজার সাহাবা ছিলেন। নবীজির আদেশ অনুযায়ী যখন তিনি মক্কার নীচু রাস্তা দিয়ে প্রবেশ করছিলেন, তখন মক্কার একদল কাফির মুকাবিলা করার জন্য এগিয়ে এসেছিল। হযরত খালিদ (রযি) তাদের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন। এতে দু'জন

সাহাবী শহীদ হয়েছিলেন আর ২৪ জন মুশরিক নিহত হয়েছিল।

মক্কায় প্রবেশ করে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমে নিজের চাচাতো বোন হযরত উম্মে হানী বিনতে আবী তালিবের বাড়ি পৌঁছেছিলেন। তিনি তাঁর বাড়িতে গোসল করে ৮ রাকআত চাশতের নামায আদায় করেছিলেন। নামায সমাপ্ত করে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিআবে আবী তালিব নামক স্থানে তশরিফ নিয়ে গিয়েছিলেন।

শিআবে আবী তালিব সেই জায়গা, যেখানে কুরাইশরা নবীজিকে ও তাঁর নিকটতম বংশের মানুষদেরকে দীর্ঘ ৩ বছর পর্যন্ত বয়কট করে রেখেছিল। নবীজি সেই ঐতিহাসিক জায়গাটি দেখার জন্য গিয়েছিলেন।

নবীজির কা'বায় প্রবেশঃ

কা'বা ঘরের চতুর্দিকে ৩৬০টি মূর্তি রাখা ছিল। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কা'বার আঙিনায় পৌঁছে প্রত্যেকটি মূর্তির দিকে লাঠি দ্বারা ইঙ্গিত করে কুরআন মজীদের এ আয়াত পড়ছিলেনঃ

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

তরজমাঃ “আপনি বলুনঃ হক এসেছে, বাতিল বিদায় নিয়েছে; নিশ্চয় বাতিল বিদায় নেওয়ার জিনিস।” নবীজির এ আয়াত পড়ার সাথে সাথে প্রত্যেকটি মূর্তি উপুড় হয়ে পড়ে যেত।

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমে কা’বা ঘরের তওয়াফ করলেন। তখন কা’বার চাবি ছিল উসমান ইবনে তলহার কাছে। তওয়াফ শেষ করে নবীজি উসমান ইবনে তলহাকে ডেকে কা’বার চাবি নিয়ে দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করেছিলেন। কুরাইশরা কা’বার মধ্যে নবী ইবরাহীম ও ইসমাঈল আলাইহিমাস সালামের মূর্তি তৈরি করে রেখেছিল। নবীজি সে মূর্তি নষ্ট করে ফেলতে বলেন। তারপর যমযমের পানি দ্বারা কা’বা ঘর ধুয়ে ফেলা হয়েছিল। অতঃপর নবীজি কা’বার ভিতরে নামায আদায় করেছিলেন। তাঁর সাথে ছিলেন হযরত বিলাল ও উসামা (রযি)।

নবীজির ঐতিহাসিক ভাষণঃ

কা’বা শরীফের দরজায় দাঁড়িয়ে নবীজি আল্লাহর একত্ববাদ ঘোষণা করে বলেছিলেনঃ

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ، صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

“আল্লাহ ছাড়া কোন মাবূদ নেই। তাঁর কোন অংশীদার নেই। তিনি নিজের ওয়াদা সত্য করে দেখিয়েছেন। তিনি নিজের বান্দার (অর্থাৎ আমাকে) সাহায্য করেছেন এবং শত্রুর সমস্ত বাহিনীকে তিনি নিজেই পরাজিত করেছেন।”

অতঃপর নবীজি ভাষণ দিয়ে বলেছিলেনঃ হে কুরাইশ সম্প্রদায় ! আজ আল্লাহ তায়ালা জাহিলী যুগের সমস্ত গর্ব-অহংকার ও পূর্বপুরুষদের নিয়ে বড়াই করাকে বাতিল ঘোষণা করেছেন। সব মানুষ এক আদম হতে সৃষ্টি। আল্লাহ বলেছেনঃ হে মানব জাতি ! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। তোমাদেরকে বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে করে তোমরা একে অপরকে চিনতে পার। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালার নিকট সর্বাপেক্ষা অধিক সম্মানিত সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহকে বেশি ভয় করে। আল্লাহ তায়ালা সবকিছুই জানেন।

তারপর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশদেরকে সম্বোধন করে এও বলেছিলেনঃ হে কুরাইশ জাতি ! আমি তোমাদের সাথে কেমন ব্যবহার করব বলে মনে করছ? কুরাইশরা বলেছিলঃ আমরা আপনার থেকে

সদ্ব্যবহারের আশা রাখি। তখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেনঃ

فَإِنِّي أَقُولُ لَكُمْ كَمَا قَالَ يُوسُفُ لِإِخْوَتِهِ: لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ

হযরত ইউসুফ (আঃ) নিজের ভাইদেরকে যে কথা বলেছিলেন, আমি আজ তোমাদেরকে সে কথাই বলছিঃ তোমাদের বিরুদ্ধে আজ আমার কোন অভিযোগ নেই ! যাও, তোমরা সবাই স্বাধীন ! 'যাদুল মাআদ' নামক কিতাবের ৩য় খণ্ডের ৩৫৯ পৃষ্ঠায় এ সব কথা লেখা আছে।

একটি ঘটনাঃ

সুধীবৃন্দ ! পরিশেষে একটি ঘটনা না বললে বোধহয় মক্কা বিজয়ের ইতিহাস অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। সেটা এই যে, জাহেলি যুগে কা'বা শরীফের চাবি থাকত উসমান ইবনে তলহার কাছে। ইনি নবীজির জামাই হযরত উসমান (রযি) নন। জামাই হলেন উসমান ইবনে আফফান। আর চাবি থাকত উসমান ইবনে তলহা নামক ব্যক্তির কাছে। তিনি প্রত্যেক সোমবার ও বৃহস্পতিবার কা'বার দরজা খুলতেন। হিজরতের পূর্বে মক্কায় থাকা কালীন একবার নবীজি

উসমানকে কা'বার দরজা খোলার কথা বললে সে দরজা খুলতে কঠোরভাবে অস্বীকার করেছিল। তখন নবীজি তাকে বলেছিলেনঃ উসমান ! এমন একদিন আসবে, যখন এই কা'বার চাবি আমার আয়ত্বে থাকবে। আমি যাকে চাইব, তার হাতে কা'বার চাবি অর্পণ করব। অতঃপর মক্কা বিজয়ের দিন যখন নবীজি উসমানের কাছ থেকে কা'বার চাবি নিয়ে কা'বায় প্রবেশ করেন এবং পরে আবার তাকেই চাবি অর্পন করেছিলেন, তখন তিনি উসমান ইবনে তলহাকে বলেছিলেনঃ হে উসমান ! তোমার মনে আছে কি ? তুমি একবার আমাকে কা'বার চাবি দিতে অস্বীকার করেছিলে। তখন আমি বলেছিলামঃ এমন একদিন আসবে, যখন এ চাবি আমার আয়ত্বে আসবে। আমি যাকে ইচ্ছে এ চাবি প্রদান করব ! নবীজির এ মু'জিযা ও তাঁর এ অপূর্ব সদ্ব্যবহার দেখে উসমান ইবনে তলহা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

সম্মানিত উপস্থিতি ! মক্কা বিজয়ের সময় নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অপূর্ব ক্ষমা, অসাধারণ সদ্ব্যবহার ও তাঁর উন্নত আদর্শে মোহিত হয়ে মক্কা ও গোটা আরবের মানুষ দলে দলে ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন। তখন মানুষেরা দলে

দলে ঈমানের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছিলেন নবীজির সদ্ব্যবহারে। তাঁর চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে। তিনি কখনও তরবারির ভয় দেখিয়ে কাউকে মুসলমান করেননি। মক্কা বিজয়ের ইতিহাস এর জলজ্যান্ত সাক্ষী।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সংকলনেঃ মাওলানা মুনীরুদ্দীন চাঁদপুরী
(শাইখুল হাদীস, জামপুর মাদরাসা)

মৌখিক ফতওয়া জানার জন্য 97-32-32-32-24 নম্বরে কলকাতার সময় অনুযায়ী আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত (শুক্রবার বাদে) যোগাযোগ করুন।

কোন প্রয়োজনে 97-32-32-32-12 অফিস নম্বরে রাত ৯টা থেকে ১০টা পর্যন্ত (বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার বাদে) যোগাযোগ করতে পারেন।

মনে রাখবেন, জুমুআর বয়ান শুধুমাত্র আমাদের www.jamianumania.com ওয়েবসাইটেই পাবেন। সুতরাং, এই ওয়েব সাইট থেকে ফ্রিতে জুমুআর বয়ান ডাউনলোড করুন।